তিন রসিকের হাসির গল্প

নাসির আহমেদ কাবুল

সম্পাদিত

জনছবি প্রকাশন

তিন রসিকের হাসির গল্প

নাসির আহমেদ কাবুল
সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব
হোসনে আরা আহমেদ

প্রকাশক
একেএম নাসিরউদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93261-5-1

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান

অলংকরণ : সংগৃহীত

মূল্য : ২০০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

.....

Tin Rosiker Hasir Golpo Edited by **Nasir Ahmed Kabul**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka,
Published in Ekushye Boimela, 2018. Price Taka 200.00, US $ 10

উৎসর্গ

দিদিভাই প্রিন্সিয়া

সূচিপত্র

নাসির উদ্দীন হোজ্জার গল্প

মোল্লার অংক কষা	...	৭
বুদ্ধির পরিচয়	...	৮
অভিশাপ	...	১০
ধার হয়েছে অনেক	...	১০
নিমন্ত্রণ	...	১১
ছয়জন খোঁড়া লোক	...	১২
মোল্লার গুড় খাওয়া	...	১৩
এর চেয়ে কি বেশ ভিজতাম	...	১৫
সুরুয়ার ঘ্রাণ	...	১৬
উদ্ভট আংটি	...	১৭
আংটি চুরি	...	১৯
হেকিম সাহেব	...	২০
অন্যরকম অতিথি আপ্যায়ন	...	২২
আপনি যেমনটি করলেন	...	২৩

গোপাল ভাঁড়ের গল্প

আশায় আশায় থাকো বন্ধু	...	২৪
আহা কী আনন্দ!	...	২৬
কৃপণ পিশিমার শাস্তি	...	২৯
ইলিশ মাছের গল্প	...	৩১
গোপালের বউয়ের চোর ধরা	...	৩৩
ভোমলার শ্বশুর	...	৩৪

বীরবলের গল্প

তারপর কী হলো?	...	৩৬
কাকের সংখ্যা কতো?	...	৪০

❖ ৬ ❖

মোল্লার অংক কষা

অংকটা কিছুতেই পারছিলো না দেখে পাড়ার একটি ছেলে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কাছে অংকটা বুঝতে এসেছিলো। মোল্লা আবার ওই একটা ব্যাপারে এক্কেবারে যাকে বলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

ছেলেটির কাছে ছোট হওয়া যায় না। তিনি বিজ্ঞের মতো বললেন, বল কোন অংকটা তুই বুঝতে পারছিস না?

ছেলেটি বললো, একটা ঝুড়িতে পঞ্চাশটা কমলালেবু ছিলো। পনেরোজন ছাত্রকে একটা করে দিতে হবে। ঝুড়ি খুলে দেখা গেলো তার মধ্যে দশটা কমলা পচে গিয়েছে, তাহলে কয়টা কমলা কম বা বেশি হবে?

একটু মাথা চুলকিয়ে নাসিরউদ্দিন বললেন, অংকটা কে দিয়েছে তোকে?

ছেলেটি বললো, মাস্টারমশাই।

মোল্লা বললো, তোর কেমন স্কুল রে! এমন বাজে অংক দিয়েছে? আর তোর মাস্টারমশাইয়েরও জ্ঞানবুদ্ধি একেবারেই নেই। আমাদের ছেলেবেলায় এরকম অংক কখনও দিতো না। আমাদের অংক থাকতো আপেল নিয়ে। কমলালেবু তো পচবেই। আপেল হলে পচতো না। আর অংকটাও তাহলে সোজা হতো। যেমন তোর পচা মাস্টারমশাই, তেমনি পচা অংক। এখন কেটে পড় দেখি, কমলালেবুর কি বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছে!

ছেলেটি আর কী করে! অংক না করেই বাড়ি ফিরে গেলো।

বুদ্ধির পরিচয়

মোল্লা নাসিরউদ্দিন একবার ব্যবসা করতে বিদেশে গিয়েছেন। ব্যবসা করতে গিয়ে এতো লোকসান হয়েছে যে, হাতে তার একটি টাকাও নেই। এমন অবস্থা যে, খাওয়াও জুটছে না। বিদেশে কে আর তাকে সাহায্য করবে! এদিকে খুব খিদে পেয়েছে মোল্লার।

মোল্লা রেস্টুরেন্টে ঢুকে দেখলো একজন রুটি, মাংস ও আরও অনেক ভালো ভালো খাবার খাচ্ছে। মোল্লা লোকটির কাছে গিয়ে বসলো। বললো, আমি আপনার গ্রাম থেকে এসেছি।

লোকটি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলো, আমার বাড়ির সব খবর ভালো তো?

নাসিরউদ্দিন বললো, আজ্ঞে–হ্যাঁ।

লোকটি বললো, কুকুর, উট, বিবি-বেটা এরা সবাই ভালো আছে তো?

মোল্লা দুঃখ করে বললো, না জনাব, আপনার কুকুরটা মারা গেছে।

–কী করে মরলো জানেন?

–আপনার উটের পচা মাংস খেয়ে।

–অমন উটটা আমার মারা গেলো! কী করে মরলো?

–আপনার বিবির জন্য।

–কেন আপনার বিবি কী করছিলো?

মোল্লা বললো, সবটা না বললে আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনার উটটা দড়ি দিয়ে একটি আংটার সঙ্গে বাঁধা ছিলো। আপনার বিবি ওই দড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা করলো আর এমন কপাল যে, লাশটা এসে উটের উপর পড়তেই উটটা মারা গেলো।

লোকটি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু এমন কী ঘটলো যে আমার বিবি আত্মহত্যা করলো?

মোল্লা বললো, তারও কারণ আছে, আপনার ছেলেটা যে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে।

বাড়ির এসব দুর্ঘটনার কথা শুনে লোকটির আর খাওয়া হলো না। খাবার রেখেই সে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো। মোল্লা তখন সেই খাবার খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে পেটে হাত বুলোতে বুলাতে বেরিয়ে গেলেন।

অভিশাপ

মোল্লার একজনের সঙ্গে শত্রুতা ছিলো। একদিন মোল্লা বাড়িতে ছিলেন না। এই সুযোগে সে মোল্লার ঘরে ঢুকে সব জিনিসপত্র তছনছ করে ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রইলো। মোল্লা ঘরে এসে ঘরের এমন অবস্থা দেখে কী করে সেটা দেখার জন্য।

মোল্লা নাসিরউদ্দিন বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্রের এমন অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। রাগে-দুঃখে তিনি অভিশাপ দিলেন যে, আমার এমন ক্ষতি যে করেছে, সাতদিনের মধ্যে তার যেন পা ভাঙে।

এরপর সেখান থেকে পালাতে গিয়ে লোকটির পা ভেঙে গেলো। লোকটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে মোল্লার সামনে এসে বললো, মোল্লা সাহেব, আপনার অভিশাপ ফললো না। আপনি বললেন, সাতদিন পর পা ভাঙবে, তাহলে আজ ভাঙলো না কেন?

মোল্লা বললেন, আজ যে পা ভেঙেছে সেটা অন্য কারও অভিশাপের ফল। সাতদিন পর আমার অভিশাপ যখন ফলবে, তখন আর খুঁড়িয়ে আসতে হবে না, হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হবে।

ধার হয়েছে অনেক

মুদির দোকানে মোল্লা অনেক ধার হয়েছে। মোল্লা আর সে দোকানে যান না। মুদি কিছুতেই তাকে আর ধরতে পারেন না। তিনি কেবলই পালিয়ে বেড়ান।

একদিন রাস্তায় মোল্লার সঙ্গে মুদি দোকানীর সামনাসামনি দেখা। পালাবার কোন পথ নেই দেখে মোল্লা বললেন, মিয়া সাহেব আপনি আমার কাছে কিছু টাকা পাবেন। রোজই ভাবি দিয়ে আসবো কিন্তু কিছুতেই আর সময় করে উঠতে পারছি না।

মুদি দোকানদার বললো, বেশ তো, এখনই দিয়ে দিন। আপনাকে আর কষ্ট করে আমার দোকানে যেতে হবে না।

লোকটি বললো, আপনি কত টাকা পাবেন একটু বলেন তো।

এভাবে টাকাটা আদায় হবে ভেবে মুদি দোকানীর আর খুশির সীমা থাকে না। তিনি গদগদ হয়ে বললেন, মাত্র ত্রিশ টাকা।

মোল্লা বললেন, মাত্র তিরিশ টাকা! আমার ধারণা ছিলো অনেক টাকা পাবেন। আপনাকে এই মাসে পনেরো টাকা আর আসছে মাসে পনেরো টাকা দিলে আর কতো পাবেন?

দোকানী বললেন, কিছুই তো আর পাওনা থাকবে না। সবই শোধ হয়ে যাবে।

এবার ভেবে দেখুন আপনি আমার কাছে কিছুই পান না। হিসেবটা বুঝে নিয়েছেন। এবার আমি চলি, কেমন?

মোল্লার এ কথা শুনে দোকানদার তো একেবারে হাঁ। তার মুখ থেকে আর কোনো কথা বের হলো না।

নিমন্ত্রণ

নাসিরউদ্দিন খেতে খুব ভালবাসেন। একটা বুদ্ধি তার মাথায় এলো। বাজারের মাঝখানে একটা ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে তিনি বলতে লাগলেন, আমার স্বদেশবাসী বন্ধুগণ, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আল্লা আমাকে তাঁর দূতরূপে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

মোল্লার এ কথা শুনে এক কাজী বললেন, আচ্ছা, তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তা তিনি আপনাকে কী সংবাদ বিতরণের জন্য পাঠিয়েছেন?

মোল্লা বললো, সব বলছি হুজুর। কিন্তু তার আগে আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিছু আহারের প্রয়োজন।

কাজীর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে খাবার এসে গেলো। নাসিরউদ্দিন পেটপুরে খেয়ে বললেন, শুনুন কাজী সাহেব, আল্লা আমাকে বলে পাঠিয়েছেন যে তোমাদের কাজী সাহেব এতোদিন গরীবের রক্ত জল করা পয়সা ঘুষ নিয়ে অনেক জমিয়েছেন, তুমি গিয়ে তার কাছ থেকে নানা উপায়ে যতোটা খেতে পারো উসুল করো।

ছয়জন খোঁড়া লোক

একদিন নাসিরউদ্দিন সাহেব নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় দেখেন খোঁড়া ছয় বন্ধু নদীর ধারে এসেছে নদী পার হওয়ার জন্যে। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। সন্ধ্যে হলে তারা নদী পার হতে পারবেন না। তাছাড়া খেয়া নৌকাও নেই। পাওয়া যাবে বলেও

মনে হলো না।

নাসিরউদ্দিন তাদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা যদি প্রত্যেকে একটা করে তরমুজের দাম দাও তাহলে তোমাদের সবাইকে আমি পিঠে করে নদী পার করে দেবো। কারণ আজ এই সন্ধ্যেবেলায় খেয়া পাওয়া যাবে না।